যায়যায়দিন

তারিখ 19 JUL 2009
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

শিক্ষার্থীদের মানসিক যন্ত্রণার অপর নাম সেশনজট

এম মামুন হোসেন/সুমন তালুকদার

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকা, ইচ্ছাকৃত বিলম্বে পরীক্ষা নেয়া এবং ফল প্রকাশে দীর্ঘসূত্রতা শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) সেশনজটের অন্যতম কারণ। ২০০৭ ও ২০০৮ সালের ছাত্র বিক্ষোভের ঘটনা ও পরবর্তী সময়ে দীর্ঘ অনির্ধারিত বন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়টিতে সেশনজটের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। চার বছরের স্নাতক কোর্স শেষ করতে সাত বছর এবং এক বছরের মাস্টার্স কোর্স শেষ করতে শিক্ষার্থীদের অপেক্ষা করতে হয় দুই থেকে আড়াই বছর। আর এ কারণে শাবি শিক্ষার্থীদের মানসিক যন্ত্রণার অপর নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে সেশনজট।

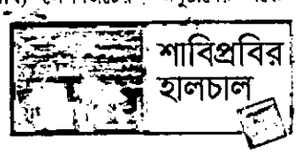

১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠার পর প্রথম পাঁচ বছর কোনো সেশনজট ছিল না। সে সময় চার বছরের কোর্স শেষ হতো সাড়ে তিন বছরে। ১৯৯৬ সাল থেকে পরীক্ষা পেছানোর আন্দোলন থেকে সেশনজট শুরু হয়। ১৯৯৫ সালে ক্যাম্পাসে আয়োজিত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চে উঠে এক সাংস্কৃতিক কর্মীকে ছুরিকাঘাত করে গুরুতর আহত করে শিবির ক্যাডার নুরুল বাসিত। ওই ঘটনায় শিবির ক্যাডারকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করে কর্তৃপক্ষ। ১৯৯৪ সালে ছাত্রদল শিবির ছাত্র সংসদ শাকসুর নির্বাচনের সময় ছাত্রলীগের জয় নিশ্চিত জেনে নির্বাচন বানচাল করার জন্য একটি পাতানো মারামারি করে। এর ফলে ক্যাম্পাস প্রায় তিন মাসের জন্য বন্ধ থাকে।

১৯৯৬ সালের ২৫ আগস্ট ছাত্রলীগ শাকসু নির্বাচনে পূর্ণ প্যানেলে জয়ী হয়। নির্বাচনে ভিপি রুবনের পক্ষে কাজ করায়

সেশনজট : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৭

সেশনজট : শিক্ষার্থীদের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র রিপুকে ছাত্রদল নেতা কাবেরী ও শাহীনের নেতৃত্বে ছাত্রদল ক্যাডাররা গুলি করে চিরতরে পঙ্গু করে দেয়। এ ঘটনায় ছাত্রদল নেতা শাহীন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হয়। এরপর ১৯৯৭ সালে ছাত্রলীগ নেতা সুলতান মাহমুদ বাবুকে গুলি করে পঙ্গু করে দেয় ছাত্রদল ক্যাডাররা। ওই সময় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল উভয় সংগঠনের প্রায় ১৯ জন নেতাকর্মীকে বহিষ্কার করা হয়। ওই সময়কার ঘটনাগুলোর তদন্ত কমিটিতে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক ড. এম হাবিবুল আহসান জানান, শাহপরাণ হল ও ক্যান্টিনে গোলাগুলি এবং মিছিলে বোমা হামলার ঘটনায় মোট ১৯ জনকে বহিষ্কার করা হয়। এ বহিষ্কারের পরপরই তদন্ত কমিটির সদস্যদের বহিষ্কৃতরা প্রাণ নাশের হুমকি দিলে তাদের ঢাকায় গিয়ে পালিয়ে থাকতে হয়েছে বলে তিনি জানান। এ ঘটনায় ক্যাম্পাস প্রায় তিন-চার মাস বন্ধ থাকে।

১৯৯৮ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শহীদ জননী জাহানারা ইমামসহ জাতীয় নেতাদের নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল ও ভবনের নামকরণের সিদ্ধান্ত নেয়া হলে নামকরণবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। শিবির ক্যাডাররা তখন ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের বাসায় বোমা হামলা চালায়। এক পর্যায়ে নামকরণ স্থগিত করা হয়। এ সময় ক্যাম্পাস প্রায় নয় মাস বন্ধ থাকে।